সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৩৫

WEEKLY BOOKLET:235

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট হামদ ও নাত লিখার ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর

- নাত লিখতে আগ্রহীদের জন্যে মাদানী ফুল
- আলিম ব্যতীত কেউ কি নাত লিখতে পারবে না?
- কার কার কালাম পড়া উচিত?
- শায়েরের কালাম পরিবর্তন করা কেমন?

আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ

Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই বিষয়বস্তু আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব "কুফরীয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব এবং আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র" এর বিভিন্ন পর্ব থেকে নেয়া হয়েছে।

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট হামদ ও নাত লিখার ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর

জা'নশিনে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়া: **হে আল্লাহ পাক!** যে, ব্যক্তি এই "হামদ ও নাতের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর" পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে তাকে অহেতুক কাজকর্ম থেকে বাঁচিয়ে **তোমার** ও **তোমার প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মরণে ব্যস্ত মুখ দান করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আমীরুল মুমিনীন মওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: যখন কোন মসজিদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে তখন **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করো।

(ফদলুস সালাতি আলান নবী, ৭০ পৃষ্ঠা, নম্বর ৮০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নাত লিখতে আগ্রহীদের জন্যে মাদানী ফুল

প্রশ্ন: কোন ইসলামী ভাই যদি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে নাত লিখতে চায়, তবে তার কোন বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা উচিৎ আর কিরূপ শব্দাবলি ব্যবহার করা উচিৎ?

উত্তর: প্রথমে পরামর্শ তো এটাই যে, নাত লেখার আগ্রহ সৃষ্টি করবেন না, কেননা ছন্দশাস্ত্র রীতিমতো কাব্যের একটি কঠিন বিষয় তাছাড়া হামদ, নাত, সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বাইত رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ এবং বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن মানকাবাতের পংতি লেখার জন্যে কোরআনে ও হাদীসের উপর দৃষ্টি থাকার পাশাপাশি প্রচুর শব্দভান্ডার, কাব্যশাস্ত্রে পারদর্শি এবং অনেক জ্ঞান থাকা উচিৎ। আমি সাধারণের মধ্যে অনেক লেখক এবং লেখিকাকে কালাম দেখেছি, যাতে উল্টাপাল্টা বাক্য হয়ে থাকে, না কাব্যে শব্দ চয়নের খেয়াল থাকে, না আছে মিত্রাক্ষর সম্পর্কে কোন ধারনা আর না ছন্দ সঠিক হয়ে থাকে। এর বিপরীতে যারা আসলেই কবি হয়ে থাকে তারা ছন্দশাস্ত্রের খেয়াল তো রাখে কিন্তু তাদেরও শরয়ী বিষয়ে গড়মিল হয়ে যায়। সুতরাং আলিমে দ্বীন, ছন্দশাস্ত্রে পারদর্শি এবং ভাল জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তির নাত লেখাটা বুঝে

আসে। যাইহোক যদি কোন সাধারণ মানুষ নাত লিখে তবে তার উচিত যে, সে যেনো তার নাতগুলো কোন ছন্দশাস্ত্রে পারদর্শি আলিমে দ্বীনকে দিয়ে চেক করিয়ে নেয়া এবং তাঁর নির্দেশনার উপর আমল করা।

নাত লিখার আগ্রহ নাকি খ্যাতির লালসা!

মনে রাখবেন! নাত লেখা অনেক ব্যস্ততার একটি কাজ, এতে বান্দা বাহবা থেকে বাঁচতে পারেনা এবং সুখ্যাতির লালসায় পতিত হয়, যাকে **আল্লাহ পাক** বাঁচিয়ে রাখেন সেই বাঁচতে পারে। আমি আপনাদেরকে এর উদাহরণ দিচ্ছি, যেমন কোন ব্যক্তি কালাম লিখে তবে সে এতে নিজের মকতা অবশ্যই লিখবে[১] এখন যদি কেউ ঐ শায়েরের কালাম পড়ে এবং এতে মকতা না পড়ে তবে ঐ শায়ের আন্তরিকভাবে কষ্ট ও দুঃখ অনুভব করবে বরং যদি তার সহ্য না হয় তবে সে বলেও দিবে যে, "ভাই মকতা তো পড়ো" যাতে বুঝা যায় যে, এই কালাম এই অধমে লিখেছে! স্পষ্টতই এই নিয়্যতে ফ্যাসাদ বিদ্যমান, অতঃপর মকতায়

১. কালামের শেষ পংক্তি, যাতে শায়ের (কবি) নিজের ছদ্দনাম উল্লেখ করে থাকে। (আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه)

www.dawateislami.net

নাম দেয়াও অনেক বড় পরীক্ষা যে, যদি শায়ের নাম ব্যবহার না করে তবে এই বিষয়টি তাকে বিরক্ত করবে যে, লোকে কিভাবে জানবে যে, এই কালামটি আমি লিখেছি। অবশ্য এই বিষয়ে খেয়াল রাখা জরুরী যে, আমার এই মাদানী ফুল সমূহকে বুযুর্গদের উপর অনুমান করবেন না, যেমন হুযুরে আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পংক্তির শেষে রযা লিখেছেন, অনুরূপভাবে অন্যান্য বুযুগরাও নিজেদের কালামে নাম লিখেছেন। মনে রাখবেন! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা একনিষ্ঠতায় পরিপূর্ণ থাকেন, আমাদের সেই একনিষ্ঠতা কোথায়?

কিছু কিছু বুযুর্গ নিজেদের লিখিত কিতাবে এই ভয়ে নিজেদের নাম লিখেননি যে, কিয়ামতের দিন যেনো এটা বলে দেয়া না হয়, তুমি কিতাব এইজন্য লিখেছো, যাতে তোমার নাম প্রসিদ্ধ হয়ে যায়, তো তোমার নাম হয়ে গেছে, তোমার বাহবাও হয়ে গেছে, এখন তোমার জন্যে কিছুই নেই! অতঃপর তাদেরকে অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/১৯১) হাদীসে পাকে তিন ধরনের ব্যক্তির দিকে ইশারা রয়েছে অর্থাৎ আলিম, দানশীল এবং **আল্লাহ**র পথে

শহীদ, এই তিনজনকেই তাদের আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে, তখন তারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে **আল্লাহ পাকের** নেয়ামত সমূহ স্বীকার করবে এবং এর কৃতজ্ঞতা আদায় করবে এবং বলবে যে, আমরা এই খেদমত করেছি, এই দান করেছি, এটা করেছি, ওটা করেছি, অতঃপর তাদেরকে বলা হবে: তোমরা এসব কিছু এইজন্যেই করেছো যাতে তোমাদেরকে আলিম, দানশীল এবং বীর বলা হয়, তা তো বলা হয়েছে, অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম, ৮১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৯২৩) হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: এটা প্রত্যেক আমলের জন্যে। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/১৯২) প্রত্যেকেই চিন্তা করুন যে, নামের জন্যে আমলকারীদের সাথে কি হবে? আসলেই নামের সুখ্যাতির মাঝে খুবই স্বাদ অনুভূত হয়, এটাই কারণ যে, অনেক উপহার এবং ডোনেশন দিয়ে থাকে, তো তাদের আকাংখা হয়ে থাকে যে, তাদের সম্পর্কে টিভি এবং খবরের কাগজে সংবাদ আসা উচিৎ যে, مَاشَآءَاللهُ অমুক এতো এতো চাঁদা এবং ডোনেশন দিয়েছে। যারা করার তারা এইসব করে এবং ঘোষণাও করে। এখন **আল্লাহ পাকই** ভাল জানেন যে, কার নিয়্যত কি, আমরা কারো নিয়্যতের উপর

হামলা করতে পারি না। কিন্তু অনেক সময় স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, চাঁদা প্রদানকারী অমুক নিজের বাহবা কামনা করছে। কিন্তু মনে রাখবেন যে, অনেক সময় ধরন ভুল প্রমাণিত হয়ে থাকে। অতএব কাউকে নিজের পক্ষ থেকে অনুমান করার প্রয়োজন নেই। আমাদের শুধুমাত্র সুধারনা রাখা উচিত, এতেই কল্যাণ নিহিত।

আল্লাহর সন্তুষ্টি নাকি বাহবার আকাংখা!

অনুরূপভাবে লিখকরাও ভাবুন, শায়েররাও ভাবুন, মুবাল্লিগরাও ভাবুন, মাদানী কাফেলার মুসাফিররাও ভাবুন। তারা এক নিশ্বাসে নিজের কার্যবিবরণী দিয়ে যাচ্ছে, কেউ বলছে আমি ১২ মাস সফর করেছি, কেউ বলছে আমি ২৫ মাস সফর করেছি, তো কেউ বলছে আমি তো ওয়াকফে মদীনাই! এগুলো অবশ্যই সৌভাগ্যের বিষয়, আমি তাদের ব্যাপারে এটা বলছি না যে, এরা রিয়াকারী, কিন্তু তাদেরকে নিজের অন্তরের অবস্থার প্রতি ভাবা উচিত যে, আমি এইসব কেন বলছি? যদি তাদের এইসব কথা শুনে কেউ বলে দিলো যে, "ওয়াও! ভাই আপনি তো মহান কুরবানি দিয়েছেন, আপনার প্রশংসা করার তো ভাষাই নেই", অনুরূপভাবে

মুবাল্লিগের বয়ান শুনে কেউ বলে দিলো যে, "আপনি তো আসলেই অনেক ভাল বয়ান করেন বা কেউ سُبْحٰنَ الله বলে দিলো" অনরূপভাবে নাতখাঁ থেকে নাত শুনার পর কেউ বলে দিলো যে, "ওয়াও سُبْحٰنَ الله আপনার কতই সুন্দর কণ্ঠস্বর অথবা বলে দিলে যে, আপনি কতইনা সুন্দর কণ্ঠ পেয়েছেন" তো ঐসব লোকদের অন্তরে কিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হবে, মানুষের বলা তাদের জন্য প্রশংসনিয় বাক্য পারিশ্রমিকের ভূমিকা তো রাখে না? অনুরূপভাবে কিরাত পাঠকারী ক্বারী সাহেবরাও ভাবুন, তারা তাজবীদের সমস্ত কায়দা মাইকে তিলাওয়াত করার জন্যে তো ওয়াকফ করেননি? যখন তারা নিজের নামায আদায় করে তখন কি তাজবীদের কায়দার প্রতি খেয়াল রাখেন? এসকল কায়দার প্রতি ধ্যান শুধুমাত্র মানুষের প্রশংসা অর্জনের জন্য এবং বাহবা শুনার জন্যে নয় তো?

মনে রাখবেন! আমার এইসব কথার উদ্দেশ্য কোনভাবেই এটা নয় যে, যদি কোন ক্বারী সাহেব ভাল তিলাওয়াত করেন তবে তাদের এটা বলা যে, "এরা তো মানুষকে দেখানোর জন্যে এভাবে পড়ছে বা এদের অন্তরে একনিষ্টতা নেই ইত্যাদি" স্পষ্টত কাউকে এভাবে কুধারনা

করা এবং অন্যের উপর হুকুম লাগানোর অনুমতি নেই। মনে রাখবেন! **আল্লাহ পাক** সব জানেন, আমাদের উচিত যে, আমরা গভীরভঅবে চিন্তা করি, আমরা কেনো পড়ছি? কেনো লিখছি? কেনো করছি? কেনো বলছি? কেনো বয়ান করছি? কেনো দরস দিচ্ছি? কেনো মাদানী কাফেলায় সফর করছি? কেনো এলাকায়ী দাওরা করছি? কেনো নাত পড়ছি? কেনো তিলাওয়াত করছি? কেনো কিরাত পড়ছি? কেনো তাহাজ্জুদের নামায পড়ছি? কেনো নেক আমল পুস্তিকার উপর আমল করছি? আহ! আমরা যেনো ঐ কাজ করি যাতে সাওয়াব পাওয়া যায় এবং **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জন হয়। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে একনিষ্ঠতা নসীব করো এবং খ্যাতির লোভ থেকে বাঁচাও।

নামহীন বান্দাদের শান ও মর্যাদা

খ্যাতির লোভের অর্থ হলো নিজের সম্মান ও প্রসিদ্ধির আকাংখা করা এবং এটা কামনা করা যে, আমি প্রসিদ্ধ হয়ে যাই, মানুষ আমাকে সম্মান করুক, আমার খুব প্রশংসা করুক বা এই নিয়্যতে নিজের বংশ সম্পর্কে বর্ণনা করা, যেমন; কেউ নিজেকে সৈয়দ বললো বা নিজের সম্পর্কে বললো যে, আমি অমুক পীর সাহেবের সন্তান বা অমুক বুযুর্গ থেকে

আমার বংশ চলে আসছে, আমি এটা, আমি ওটা, যাতে মানুষ আমার সম্মান করে, তার হাত চুম্বন করে এবং বলে: "ওয়াও ভাই مَاشَآءَالله আপনি তাঁর নাতী বা তাঁর প্রপৌত্র বা তাঁর পুত্র অথবা বলে: আরে বাহ! আপনি অমুক, বাহ ভাই।" যদি সে নিজে তার পরিচয় নাও দেয় তবুও আকাংখা হয় যে, আমাকে পরিচিয় করানো হোক যে, আমি কে? কার আত্মীয়? কোন বড় ব্যক্তিত্বের সাথে আমার সম্পর্ক রয়েছে? বা আমি কোন বড় ব্যক্তিত্বের সাথে থাকি? জি হ্যাঁ! যে কোন ব্যক্তিত্বের সাথে থাকে তবে ঐ ব্যক্তির কারণে তার সম্মান বা অভ্যার্থনা করা হয়, এটাও একটি বিপদ। দেখা যায় যে, এই বিষয়ে রিস্ক বিদ্যমান। **আল্লাহ পাক** আমাদের অবস্থার প্রতি দয়া করুক এবং ঐসকল গোপন বান্দাদের সদকা নসীব করুন, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে দরজা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়, তাদের ভাল-মন্দ জিজ্ঞাসা করা হয়না, অসুস্থ হলে তবে কেউ দেখার থাকেনা, মারা গেলে লোক জানাযায় কষ্ট করে না। এরূপ বেনামী বান্দাদের সম্পর্কে হাদীসে মুবারকায় শান বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকাশ্যভাবে নামহীন বান্দাকে কেউ চিনে না কিন্তু তার জন্য **আল্লাহ পাকের** জানাই যথেষ্ট অর্থাৎ বান্দা জানুক বা না জানুক

www.dawateislami.net

এতে তার কোন যায় আসে না, **আল্লাহ** তো জানেনই, তাঁদের জন্য এটাই যথেষ্ট। **আল্লাহ পাক** চাইলে তবে **তাঁর** এরূপ নামহীন বান্দাদের খ্যাতি দান করে দেন, এটা একান্ত **তাঁর** ইচ্ছা। অতএব আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان, আউলিয়ায়ে কিরাম ও ওলামায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام সুখ্যাতি সম্পর্কে এটা ভাববেন না যে, এই মনিষীরা গোপন ছিলেন না তাই তাঁদের ফযিলত অর্জিত হবে না! এই মনিষীদের আপন আপন মর্যাদা রয়েছে। সুখ্যাতি আমাদের মতো লোকদের জন্যে বিপদের ফাঁদ, এক জায়গা থেকে বাঁচলে অন্য জায়গায় ফেঁসে যাই, অতঃপর নিজস্ব সুবিধা খুঁজে নিয়ে নিজেকে শান্ত করি যে, আমার এই নিয়্যত ছিলো না, আমার ঐ উদ্দেশ্য ছিলো না বা আমার উদ্দেশ্য ছিলো অমুক জিনিস ইত্যাদি এবং অনেক সময় নিজেকে বাঁচানো বা অনুতাপ মিটানোর জন্যে মিথ্যার আশ্রয়ও নিয়ে নেয় এবং এসব বিপদ এই সুখ্যাতির জন্যই হয়ে থাকে। **আল্লাহ পাক**! আমাদের সকলকে সত্যবাদী বানিয়ে দাও এবং সর্বদার জন্য আমাদের উপর রাজি হয়ে যাও।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, ১১০ পর্ব)

কাব্য লিখার আগ্রহ রাখা কেমন?

প্রশ্ন: আমার কাব্য লিখার (শায়েরীর) অনেক শখ, দয়া করে আমাকে নির্দেশনা প্রদান করুন।

উত্তর: শায়েরী তথা কাব্য লিখার আগ্রহ ভাল নয়।[১] আমি শায়েরদের কালামে অনেক স্থানে কুফরি দেখেছি, অনেক প্রসিদ্ধ শায়ের যাদেরকে ইতিহাসে খুবই গুরুত্ব দেয়া হয় তারাও এরূপ ভুল করেছে যে, তাদের কালাম পড়ে বান্দা মাথায় হাত দিবে যে, কোথাও **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে অপমান জনক বাক্য লিখে দিয়েছে, কোথাও জান্নাতকে নিয়ে ঠাট্টা করা হয়েছে, তো কোথাও ফিরিশতাদের সম্মানে আঘাত করেছে। হয়তো এই শায়েরদের সম্পর্কে কেউ বলেছে:

১... মনে রাখবেন যে, কথা মন্দ নয় কেননা তা হলো একটি কালাম, যদি কথা ভাল হয় তবে তা একটি ভাল কালাম আর কথা মন্দ হয় তবে তা মন্দ কালাম, যেমন; হযরত ওরওয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "শের হলো একটি কালাম, ভাল শের ভাল কালামের ন্যায় এবং মন্দ শের মন্দ কালামের ন্যায়।" (সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ৫/১১০, হাদীস ৯১৮১) এবং হযরত আয়েশা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: "কিছু শের ভাল হয়ে থাকে এবং কিছু শের মন্দ হয়ে থাকে, ভাল শেরগুলো নিয়ে নাও এবং মন্দ শেরগুলো ছেড়ে দাও।" (আদাবুল মুফরাদ, ২৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮৯০) (তাফসীরে সিরাতুল জিনান, ৭/১৭৩, ১৭৪)

www.dawateislami.net

জাহান্নাম কো ভর দেয় গে শায়ের হামারে

কেননা যে এরকম কুফরি বাক্য বলে, যার উপর কুফরে ইলতিযামীর[১] হুকুম আসে এবং তাওবা করা ব্যতীত মারা গেলে তবে সে মুরতাদ হবে এবং সর্বদা জাহান্নামে থাকবে। বর্তমানে প্রত্যেকেই শায়ের হয়ে যাচ্ছে, এমন অনেক Dummy শায়ের রয়েছে, যারা শেরও বলতে পারে না, তাদের সম্পর্কে কোন এক শায়ের একটি শের বলেছেন:

শায়েরী আ'তি নেহী পর শায়েরী করনে লাগি
শায়েরী ছারা সমঝ কর সব গ'ধে ছরনে লাগি

কাব্য লেখা কোন পশুখাদ্য নয়, এটা একটি প্রতিভা, যদি আপনার কাব্য প্রতিভা না থাকে আর আপনি কাব্য রচনায় বসে যান তবে তা এমনই যেমন আপনি দর্জি নন

১... কুফর দুই প্রকার: (১) কুফরে লুযুমী (২) কুফরে ইলতিযামী। কুফরে লুযুমী হলো, যেই কথা বললো, তা সরাসরি কুফর নয় কিন্তু কুফর পর্যন্ত নিয়ে যায় এবং কুফরে ইলতিযামী হলো যে, ইসলামের মৌলিক বিষয়াদীর (দ্বীনের ঐসকল মাসাআলা, যা প্রত্যেকেই জানে) মধ্যে কোন বিষয়ে স্পষ্ট বিরোধীতা করা, এটা অকাট্যভাবে ও সর্বসম্মতিক্রমে কুফরী, যদিওবা বিরোধিতাকারী কুফরীর কথা শুনে রেগে যায় এবং পরিপূর্ণ ইসলামের দাবী করে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/৪৩১) আরো বিস্তারিত জানার জন্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব **"কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব"** অধ্যয়ন করুন। (ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)

www.dawateislami.net

কিন্তু কাপড় সেলাই করতে বসে গেলেন। শায়েরের (কাব্য রচয়িতার) জন্য জরুরী যে, সে যেই ভাষায় কালাম লিখতে চায়, তার নিকট সেই ভাষার শব্দের অনেক বড় ভান্ডার থাকতে হবে কিন্তু ঐসব লোকেরা তো ভালভাবে বাংলাও জানেনা আর না তারা এটাও জানে যে, "শব্দচয়ন", "ছন্দ" এবং "মিত্রাক্ষর" কাকে বলে, এরা কোন গান বা নাত শরীফের ভাবানুসারে পঙতি লিখে নেয় অথবা কোন সুকন্ঠের অধিকারী নাতখাঁ হলে তবে সে সুর দিয়ে পঙতি লিখে নেয় এবং কন্ঠ ভাল হলে তবে সুরের কারণে বিনা ছন্দের পঙতিও টেনে-টুনে পড়ে নেয় এবং শায়েরী না জানা লোকেরা তার কালাম পড়তে চলে যায় অথচ এতে শায়েরীর প্রতিভার ক্ষেত্রে অনেক ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে কিন্তু তাদের বলবে কে? যদি কেউ বলে দেয় তোমার কালাম ভাল নয় তবে দেখুন কি তামাশা শুরু হয়। **(মাদানী মুযাকারা, নম্বর ১৪)**

নাতের শের লেখা কেমন?

প্রশ্ন: নাতের শের লেখা কেমন?

উত্তর: সুন্নাতে সাহাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین অর্থাৎ কিছু কিছু সাহাবা কিরাম যেমন হযরত হাসসান বিন সাবিত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং

www.dawateislami.net

হযরত যায়েদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইত্যাদি থেকে নাতের শের লেখা প্রমাণিত। এব এটা মনে রাখবেন যে, নাত শরীফ লেখা অনেক কঠিন বিষয়, এইজন্য কাব্যশাস্ত্রে পারদর্শি আলিমে দ্বীন হওয়া উচিত, অন্যাথায় আলিম না হওয়া অবস্থায় শব্দচয়ন, মিত্রাক্ষর এবং ছন্দ ইত্যাদি মিলানোর জন্যে শান পরিপন্থী শব্দ এসে যাওয়ার আশংখা থাকে। সাধারণ মানুষের কাব্য লেখার শখ হওয়া উচিত নয়, কেননা গদ্যের তুলনায় পদ্যে কুফরিয়াত প্রকাশ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদি শরয়ী ভুল-ত্রুটি থেকে কালাম নিরাপদও থাকে তবে অহেতুকতা থেকে বাঁচার মানসিকতা অনেক কম লোকের হয়ে থাকে। জি হ্যাঁ! বর্তমানে যেভাবে সাধারণ কথাবার্তায় অহেতুক শব্দাবলির সমাহার পাওয়া যায়, অনুরূপভাবে "বয়ান" ও "নাতের কালামে"ও হয়ে থাকে।

আলিম ব্যতীত কেউ কি নাত লিখতে পারবে না?

প্রশ্ন: আলিম ব্যতীথ কেউ কি নাত শরীফ লিখতে পারবে না? এবং তার নাত পড়া ও শুনাও কি উচিত নয়?

উত্তর: যারা ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের সহচর্যে থাকে, শরীয়তের জরুরী বিধানবলী জানে এবং প্রতিটি লাইনের

www.dawateislami.net

শরয়ী নিরীক্ষণ কোন আলিমকে দিয়ে করিয়ে নেয় তবে তার লেখা এবং তার লিখিত ওলামার নিরীক্ষণকৃত কালাম পড়তে কোন অসুবিধা নেই। আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আলিম ব্যতীত শায়েরী করার কঠোর বিরোধী ছিলেন।

আলা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মহান বাণীর সারাংশ হলো যে, মূর্খ শায়েরদের কালাম অনেক সময় কুফরি দ্বারা পূর্ণ হয়ে থাকে, অতএব এরূপ কালাম পাঠকারীকে নাত মাহফিলে দাওয়াত দেয়াও নাজায়িয, এরূপ নাত মাহফিলে কাউকে পাঠানোও হারাম এবং এরূপ কালাম শুনাও গুনাহ।

আলা হযরত দু'জন ব্যতীত কারো (উর্দু) কালাম শুনতেন না

প্রশ্নঃ আলা হযরত কোন কোন শায়েরের নাতের কালাম শুনা পছন্দ করতেন?

উত্তরঃ শায়েরদের অধিকাংশই নিজেদের কালামে যেহেতু শরীয়তের আহকামের খেয়াল রাখে না, এই কারণে আ'লা

www.dawateislami.net

হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইচ্ছাকরেই শুধু দু'জন শায়ের (১) হযরত মাওলানা কিফায়াত আলী কাফি এবং (২) হযরত মাওলানা হাসান রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا এর কালাম শুনতেন। মাকতাবাতুল মদীনার ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"মলফুযাতে আ'লা হযরত"** এর ২২৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে: এক ব্যক্তি (হযরত) শাহ নিয়ায আহমদ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওরসে বেরেলী শরীফে এসেছিলো। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হলো, নাত শরীফের কিছু পংতি শুনানোর আবেদন করলো (অর্থাৎ নাত শরীফ পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করলে)। (আ'লা হযরত) জিজ্ঞাসা করলেন: কার কালাম? তিনি (নাত লিখকের নাম) বললেন, এতে তিনি বললেন: দু'জন (শায়ের) ব্যতীত অন্য কারো কালাম আমি ইচ্ছাকরেই শুনিনা, (শুধুমাত্র এই দু'জন অর্থাৎ) মাওলানা (কিফায়াত আলী) কাফি এবং (আমার ভাই) হাসান মিয়া মরহুমের কালাম (শুনি)। ২২৭ পৃষ্ঠায় আরো লিখেন: আর আসলে নাত শরীফ লেখা খুবই কঠিন, যা মানুষ সহজ মনে করে, এতে তলোয়ারের ধারের উপর চলতে হয়! যদি বৃদ্ধি করা হয় তবে উলুহিয়্যত (তথা **আল্লাহ**র একত্ববাদ) পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং কমানো হয় তবে সম্মানহানী হয়ে যায়। অবশ্য হামদ সহজ, কেননা এতে পথ

পরিষ্কার যতটুকু ইচ্ছা অগ্রসর হতে পারবে। মোটকথা হামদের মধ্যে এক দিকে মূলত কোন সীমানা নেই এবং নাত শরীফে উভয় দিকে কঠিন সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

(মলফুযাতে আ'লা হযরত, ২২৭ পৃষ্ঠা)

নাত লেখা সকলের কাজ নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি কোন মাহফিলে শরীয়ত বিরোধী কালাম পড়া হয় তবে যে জানে তার উপর ওয়াজিব যে, সংশোধন করা যদি প্রবল ধারনা হয় যে, ভূলকারী মেনে নিবে আর যদি মেনে নেয়ার আশা না থাকে তবে দ্রুত উঠে যাবে, যদি ক্যাসেট ইত্যাদিতে নাজায়িয শব্দাবলি বা (কুফরি) অর্থবোধক শের শুনেন তো সাথেসাথেই টেপ রেকর্ডার বন্ধ করে দিন আর পরবর্তিতেও ক্যাসেটে ঐ শের শুনা থেকে বিরত থাকুন এবং সম্ভব হলে ক্যাসেট ও নাতখাঁ এবং নাত লেখক ইত্যদির সংশোধনের ব্যবস্থাও করুন।

কার কার কালাম পড়া উচিত?

প্রশ্নঃ কোন কোন শায়েরের লিখিত নাত পড়া ও শুনা উচিত?

উত্তরঃ প্রত্যেক ঐ মুসলমানের লিখিত নাত শরীফ পড়া ও শুনা জায়িয যা শরীয়ত অনুযায়ী হয়। এখন যেহেতু

www.dawateislami.net

কালামকে শরয়ীভাবে পরীক্ষা করার যোগ্যতা প্রত্যেক্যের থাকে না, সেহেতু নিরাপত্তা এতেই যে, নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের কালাম শুনা। উর্দু কালাম শুনার জন্যে পরামর্শ স্বরূপ সাতজনে নাম উল্লেখ করা হলো: (১) ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (২) ওস্তাদে যামান হযরত মাওলানা হাসান রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (৩) খলিফায়ে আ'লা হযরত মাদ্দাহুল হাবীব হযরত মাওলানা জমিলুর রহমান রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (৪) শাহজাদায়ে আ'লা হযরত, তাজেদারে আহলে সুন্নাত হুযুর মুফতি আযম হিন্দ মাওলানা মুস্তফা রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (৫) শাহজাদায়ে আ'লা হযরত, হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা হামিদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (৬) খলিফায়ে আ'লা হযরত সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (৭) প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইত্যাদি।

প্রশ্ন: আলিম নয় এমন শায়েরে কালাম পড়ার ও শুনার কি কোন সুযোগ রয়েছে?

www.dawateislami.net

উত্তরঃ যদি আলিম নয় এমন শায়েরের কালাম পড়তে ও শুনতে চায় তবে প্রথমে কোন সুন্নি কাব্যশাস্ত্রে অভিজ্ঞ আলিম থেকে ঐ কালাম সত্যায়ন করে নিন। এতেই اِنْ شَآءَ الله ঈমান হেফাযতে সহায়তা হবে, অন্যথায় এমন যেনো না হয় যে, কোন কুফরি শেরের অর্থ বুঝার পরও এর সমর্থনে আন্দোলিত হওয়া এবং বাহবা ও প্রশংসার শ্লোগান উচ্চ হওয়ার কারণে ঈমান হাত ছাড়া হয়ে যায়। আলিম নয় এমন ব্যক্তিকে নাতের কালাম লেখা থেকে প্রথমত বেঁচে থাকাই উচিত এবং এসব গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা শিখার পূর্বে যদি কিছু কালাম লিখেও নেয় তবে যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের সকল কালামের প্রত্যেকটি লাইন কোন কাব্যশাস্তে পারদর্শি আলিমে দ্বীনের নিকট থেকে নিরীক্ষণ করিয়ে নিবেনা ততক্ষণ পর্যন্ত পড়া এবং ছাপানো থেকে বিরত থাকুন। আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যেহেতু ভাষাবিদ আলিমে দ্বীন ছিলেন, তাঁর শেরের প্রত্যেকটি লাইন সম্পূর্ণ কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী হতো অতএব নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাতার্তে নিজের বরকতময় কালাম সম্পর্কে চার পংতি বর্ণনা করেন:

হো আপনে কালাম সে নেহায়াত মাহফুয
বে জা সে হে আল মিন্নাতুল্লাহি মাহফুয

www.dawateislami.net

কোরআন সে মে নে নাত গোয়ি সিখি
এয়ানী রাহে আহকামে শরীয়ত মালহুয

(**সারাংশঃ** আমি আমার কালাম থেকে খুবই স্বাদ অনূভব করি কেননা আমার উপর **আল্লাহ পাকের** দয়া হয়েছে যে, আমার কালাম অনর্থক বিষয়াদি থেকে মুক্ত। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি কোরআনে পাক থেকে নাত লিখা শিখেছি। উদ্দেশ্য যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার কালাম সম্পূর্ণরূপে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী)

সায়্যিদি আহমদ রযা নে খুব লিখা হে কালাম
উন কে সারে নাতিয়া আশআর পর লাখো সালাম

(কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, ৩২-৩৮ পৃষ্ঠা)

নাতের পংক্তিগুলো চেক করিয়ে নিন

প্রশ্নঃ ওলামায়ে কিরাম থেকে নিজের নাতের কালামগুলো চেক করিয়ে নেয়া কেনো জরুরী?

উত্তরঃ অনেক সময় শায়েরও এমন বাজে কথা বলে দেয় ব্যস, স্পষ্টত যে, এসব লোক দুনিয়াবী কবি হয়ে থাকে, এদের নাত লিখার শখ জাগে বা হামদ বয়ান করার আগ্রহ হয় বা বুযুর্গানে দ্বীনের মানকাবাত লিখার চিন্তা করে তখন তারা বুঝে না যে, কি লিখতে কি লিখে দিলো। এটা তাদের

ক্ষেত্র নয় বরং ওলামায়ে কিরামের ক্ষেত্র, আলিম নয় এমন কারো কাজ নয় যে, সে নাত বা হামদ ইত্যাদি লিখবে। স্পষ্টত যে, এসব শায়েরদের না **আল্লাহ পাক** সম্পর্কে আকিদার জ্ঞান রয়েছে, না **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা ও শানের পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞাত, তো যখন তারা শানে মুস্তফা বয়ান করতে যায় তখন জ্ঞান না থাকার কারণে বেয়াদবী করে বসে বা مَعَاذَ الله নাতকে উলুহিয়্যতের তথা আল্লাহর একত্ববাদের মর্যাদায় নিয়ে যায় বরং কখনো তো স্পষ্ট কুফরি বাক্য পর্যন্ত বলে দেয় আর সাধারণ মানুষ তাদের কালামকে নাত মনে করে পড়তে থাকে।

আলিম নয় এমন শায়েররা নিজেকে ওলামায়ে কিরামের মুখাপেক্ষী করে রাখুন, অন্যথায় কুফরিতে পড়ে যাবে আর বুঝতেও পারবে না। শায়েরগণ আমাকে নিজেদের বিরোধিতাকারী ভাববেন না, আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না, আমার আপনাদের সাথে কোন শত্রুতা নেই, না আমি কোন মুশায়েরা মাহফিলে অংশগ্রহন করি আর না আমি এত বেশি কাব্যশাস্ত্র সম্পর্কে জানি, ব্যস সামান্য কিছু জানি, যা দ্বারা পথ চলা হয়ে যায় এবং কালাম লিখার পর যথাসম্ভব তা চেক করিয়ে নিই। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, পর্ব ৫১)**

নাতে শব্দ "তুমি" বা "তোমার" বলা কেমন?

প্রশ্নঃ রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্যে নাতে "তুমি" বা "তোমার" শব্দ ব্যবহার করা কি বিয়াদবী?

উত্তরঃ জি না! এই কারণেই যে, সম্মান ও অপমান নির্ভর করে প্রচলিত নিয়মের উপর আর আমাদের সমাজে নাতে এরূপ শব্দাবলির ব্যবহারকে বেয়াদবী মনে করা হয় না সুতরাং এতে সমস্যা নেই। নাত লেখা একটি শাস্ত্র, যাতে বিভিন্ন ছন্দের নির্দিষ্ট মিত্রাক্ষরের শব্দ প্রয়োগ করা হয়, যার ফলে কালামে সৌন্দর্য সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি তা সুর সহকারে পড়াও সহজ হয়ে যায়। এই কারণেই কোন শায়েরের লিখিত কালামে পরিবর্তন বরং একটি অক্ষরও পরিবর্তন করাতে শুধু কালামের পুরো সৌন্দর্য শেষ হয়ে যায়না বরং তা কোন সুরে পড়াও কঠিন হয়ে যায় অতএব আদব এতেই যে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে শরীয়তের সীমার মধ্যে লেখা নাত হুবহু (যেরূপ লেখা হয়েছে সেরূপই) পড়ে এর সৌন্দর্য বহাল রাখুন, যেমনটি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এর যুগপ্রসিদ্ধ কালাম:

ওয়াহ কিয়া জু'দ ও করম হে শাহে বাতহা তেরা
নেহী সুনতা হি নেহী মা'গনে ওয়ালা তেরা

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৫ পৃষ্ঠা)

অনেকে একে এভাবে পড়ে:

ওয়াহ কিয়া জুদ ও করম হে শাহে বাতহা আপ কা
নেহী সুনতা হি নেহী মা'গনে ওয়ালা আপ কা

এইভাবে সম্পূর্ণ নাতের সৌন্দর্য নষ্ট করে দেয়, অথচ যিনি এই কালামটি লিখেছেন তাঁর ইশকে মুস্তফা এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আদব ও সম্মানের কথা নিজে তো নয় অন্যদের নিকটও স্বীকৃত। একবার করাচীর কোন এলাকায় অনুষ্ঠিত নাত মাহফিলে একজন প্রসিদ্ধ ও পরিচিতি আলিমে দ্বীন আগমন করেছিলেন, তাঁর সামনে এক নাতখাঁ এই কালামটি পড়া শুরু করলো কিন্তু আদবের কারণে "তোমার" স্থলে প্রত্যেক জায়গায় "আপনার" শব্দটি লাগিয়ে পুরো কালামটি নষ্ট করে দিলো, অবশেষে আলিম সাহেবের ধৈর্য্যের বাধ ভেঙ্গে গেলে বললেন: "আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তোমার চেয়ে অধিক আদব সম্পন্ন ছিলো অতএব যা লিখেছে তাই পড়ো। (ফয়যানে মাদানী মুযাকারা, পর্ব ৩২)

www.dawateislami.net

শায়েরের কালাম পরিবর্তন করা কেমন?

প্রশ্ন: কিছু শায়ের কালামের শেষে নিজের নামের সাথে বি য়ের কারণে কিছু শব্দ লিখে থাকে, আমরা কি এই শব্দাবলী পরিবর্তন করতে পারবো?

উত্তর: অনেক সময় বুযুর্গরা নিজের জন্যে বিনয়ের এমন শব্দাবলী নিয়ে আসে, যা আমরা পড়তে পারিনা, যেমন; আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর একটি পংতি: "কোয়ি কিউ পুছে তেরী বাত রযা!" এরপরের লাইনে তিনি নিজের জন্যে যেই বিনয়ের শব্দ ব্যবহার করেছেন তা আমি আমার নিজের জন্যে বলছি "কোয়ি কিউ পুছে তেরী বাত আত্তার! তুঝছে কুত্তে হাজার ফি'রতে হে।" আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই শব্দাবলী নিজের জন্য বিনয় হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এতে আমার চিন্তাধারা এই যে, এই বাক্যটি না বলা উচিৎ, বরং এভাবে বলা যে: তুঝছে কিত্তে হাজার ফি'রতে হে, অথবা তুঝছে শে'য়দা হাজার ফি'রতে হে, কিংবা আশিক হাজার ফি'রতে হে। বা এরূপ কোন শব্দ প্রয়োগ করা, যা এই স্থানে উপযুক্ত হয় এবং পংক্তির ছন্দও না ভাঙ্গে। যখন নাতখাঁ এই পংক্তি

পড়বে তখন ব্যাখ্যা করে দিবে যে, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এখানে বিনয় করে নিজের জন্যে এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু আমি সেটাকে পরিবর্তন করেছি।

আজকাল নাতখাঁরা এতো কিছু বলতে পারে না, অবশ্য এতটুকু বলে যে, "আমি দুই দিনের ক্লান্ত, ১২ দিনের ক্লান্ত, অনেক মাহফিল, চারটা পর্যন্ত বেজে যায়" ইত্যাদি। যেখানে ব্যাখ্যা করতে হয় সেখানে হয়তো তাদের মনেও আসে না যে, ব্যাখ্যা করতে হবে। আমি এখানে সবার কথা বলছি না বরং অন্তরে লাগার জন্যে একটি কথা বলছি যে, যেখানে ব্যাখ্যা করতে হবে সেখানে করে না। অনেক সময় নাতখাঁরা নাতের সারাংশ বলে থাকে, এর জন্যেও জ্ঞান থাকা দরকার, বিশেষ করে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কালামের ব্যাখ্যা করাতে অধিক সতর্কতার প্রয়োজন, কেননা তাঁর কালাম Difficult (অর্থাৎ কঠিন) হয়ে থাকে। হাদায়িকে বখশীশের ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে। যদি কোন নাতখাঁ ওলামাদের লিখিত ব্যাখ্যা থেকে মুখস্ত করে বয়ান করে তবে কোন সমস্যা নেই। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, পর্ব ২৪৬)**

www.dawateislami.net

ইসলামী বোনেরা কি নাতের বাক্য পরিবর্তন করতে পারবে?

প্রশ্ন: একটি কালাম রয়েছে: "মে মদীনে চলা"। যদি ইসলামী বোনেরা একে "মে মদীনে চলি" পড়ে তবে কি ভুল হবে?

উত্তর: কোন শায়েরের কালাম পড়াকে "বর্ণনা করা" বলা হয়। অর্থাৎ যেরূপ তিনি বলেছেন আমরা তেমনই বলে দিয়েছি। এখন যদি ইসলামী বোন "মে মদীনে চলা" পড়ে তবে তা ভাল লাগবে না, তাই তাদের "মে মদীনে চলি" পড়া উচিৎ, কিন্তু এই কালামে আরো পুরুষবাচক শব্দ রয়েছে, তারা কোথায় কোথায় পরিবর্তন করবে!! যাইহোক! "চলা" কে "চলি" করা জরুরী হবে। কেননা স্ত্রীবাচক শব্দের জন্যে এমনই ব্যবহার করা হয়। যদি "চলা" বলে তবে ইসলামী বোনেরা হাসবে এবং ঠাট্টা করবে। এছাড়াও অনেক কালাম এমনও রয়েছে যা পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ে না, তা পড়তে পারবে এবং পড়াও হচ্ছে। মনে রাখবেন! কোন শায়েরের শের নিজের নামে প্রচার করা যে "এটা আমি লিখেছি" মিথ্যা এবং খেয়ানত, এটা অনেক বড় দোষনিয় মনে করা হয় এবং একে লেখা চুরি বলা হয়। অবশ্য অনেক সময় এমন

কাকতালীয়ও হয়ে থাকে যে, একই ধরনের লাইন দু'জন শায়ের লিখেছে, যাকে সাহিত্যের ভাষায় "তাওয়াররুদ" তথা সাদৃশ্য বলা হয়। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র, পর্ব ২৪৬)

আমীরে আহলে সুন্নাতের গুজরাটি কালাম

প্রশ্ন: আপনি সর্বপ্রথম কোন কালামটি লিখেছেন?

উত্তর: আসলে আমি গুজরাটি মিডিয়ামে পড়েছি যা বর্তমানে আমাদের এখানে তেমন প্রচলন নেই। গুজরাটি এমন অসহায় হয়ে গেছে যে, যেসব লোক নিজেদের বলে যে, আমরা গুজরাটি আর যখন আমি তাদের সাথে গুজরাটি ভাষায় কথা বলি তখন অনেকসময় আমি আশ্চার্য হয়ে যাই, কেননা তারা এমনভাবে গুজরাটি বলে, যেমন অনেক আশ্চর্যধরনের উর্দু বলে থাকে। যাইহোক যেমন উর্দু তেমন গুজরাটিও রীতিমতো একটি ভাষা এবং অনেক ভাল একটি ভাষা। পূর্বে আমি গুজরাটি নাত মাহফিলে অংশগ্রহন করতাম এবং নাত বা মানকাবাতের কালাম লিখতাম। (এই প্রসঙ্গে হাজী আব্দুল হাবীব আত্তারী আরয করলেন:) আপনি আপনার কোন গুজরাটি নাত তো শুনিয়ে দিন। (আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বললেন:) আমি ঐসব শের সমূহ সংগ্রহ

www.dawateislami.net

করিনি কেননা তখন আমার জড়ো করার মানসিকতা ছিলো না। মাঝে মাঝে মনে করি, তো কোন কোন শের মনে পড়ে যায়। একটি নাতের মাকতা (অর্থাৎ শেষ লাইন) আমার মনে পড়ছে।

মাঙ্গিউ ছেহ ইশকে নবী মাঙ্গি না দুনিয়া ইঁটে
মুঝে আত্তার সমঝ দার নজর আ-ওয়ে ছেহ

(অর্থাৎ **নবীর ইশক** প্রার্থনা করো দুনিয়ার দৌলত প্রার্থনা করেনা। আমার আত্তারকে অনেক বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে)

এটা আমার অনেক পুরানো মনোভাব ছিলো যে, দুনিয়ার সম্পদের পরিবর্তে যেনো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার প্রচুর্য নসীব হয়ে যায় এবং ইশকে রাসূলের ভান্ডার অর্জিত হয়ে যায়। (দিলো কি রাহাত, পর্ব ৮)

www.dawateislami.net

আখেরী নবী ﷺ
ইরশাদ করেন:

কবিদের উক্তি সমূহের
মধ্যে সবচেয়ে উত্তম
উক্তি হলো এটি:

اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللّٰهَ بَاطِلٌ

(অর্থাৎ সাবধান! আল্লাহ ব্যতীত
প্রত্যেক বস্তুই ধ্বংসশীল)

(বুখারী, ২/৫৭০, হাদীস: ৩৮৪১)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net